যুগান্তর

তারিখ ... ০৪ D.E.C 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ...

প্রস্তাবিত শিক্ষা আইন

কোচিং ও গাইড বইকে বৈধতা দেয়ায় উদ্বেগ

যুগান্তর রিপোর্ট

প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনে শিক্ষকের কোচিং বাণিজ্য এবং নোট-গাইড বইকে বৈধতা দেয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বিভিন্ন সামাজিক ও পেশাজীবী সংগঠন। বুধবার পৃথক বিবৃতিতে তারা এই উদ্বেগের পাশাপাশি কোচিং ও গাইড বইকে ভিন্ন নামে বৈধতা দেয়া থেকে বিরত থাকার দাবি জানায়।

বিবৃতিতে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ গভীর উদ্বেগ ও বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছে, খসড়া শিক্ষা আইনে কোচিং সেন্টারকে ছায়াশিক্ষা হিসেবে এবং গাইড বইকে সহায়ক বই হিসেবে বৈধতা দেয়া হয়েছে। মানসম্মত শিক্ষা বর্তমান সময়ের একটি চ্যালেঞ্জ। কিন্তু শিক্ষা আইনে কোচিং ও গাইড বইয়ের বৈধতা দেয়া হলে তা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করবে। এর ফলে শিক্ষার মানের ওপর দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। শিক্ষাকে কেন্দ্র করে বাণিজ্যিকীকরণ উৎসাহিত হবে। শিক্ষকদেরও পেশাগত দায়িত্ব পালনেও নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। যার শিকার হবে এ দেশের ভবিষ্যৎ-কোমলমতি শিক্ষার্থীরা। সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু স্বাক্ষরিত এ বিজ্ঞপ্তিতে শিক্ষা আইনের খসড়া থেকে কোচিং ও গাইড বইকে অন্য নামে বৈধতা দেয়ার প্রক্রিয়া বন্ধের আহ্বান জানানো হয়।

পৃথক বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি বলেছে, শিক্ষা আইন পর্যালোচনার লক্ষ্যে এর ওপর আজ বৈঠক ডাকা হয়েছে। সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শিক্ষা আইনে বেসরকারি শিক্ষকের অধিকার ও মর্যাদার পরিপন্থী বিধান আছে কিনা— তা জানতে চেয়ে যারা দেশে শিক্ষকদের উদ্বেগ অব্যাহত আছে। এ জন্য আজ বিকাল ৩টায় জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্টের সদস্য-সংগঠন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি গ্রিন রোডের কার্যালয়ে জরুরি সভা ডাকা হয়েছে। ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান ও শিক্ষকরা এতে উপস্থিত থাকবেন।